

তুণমূলে বিচার ব্যবস্থা: গ্রাম আদালত

দেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উচ্চ পর্যায়ের বিচার ব্যবস্থায় আমাদের দেশের দরিদ্র মানুষের প্রবেশাধিকার অনেকখানি সীমিত। আদালতে মামলা চালানোর মত ন্যূনতম অর্থ যেমন তাদের নেই তেমনি দীর্ঘমেয়াদে মামলা চালিয়ে যাওয়া তাদের জন্য একটা বড় সমস্যা। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের পক্ষে জেলা সদরে উপস্থিত হয়ে নিয়মিত মামলা চালানো অর্থ ব্যয় ও হযরানির সামিল। আবার ছোটখাটো অপরাধের মামলা দায়রা জজ আদালতে করা যায় না। ফলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অনেকক্ষেত্রে সূত্থু বিচার পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তবে গ্রামীণ পর্যায়ে বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত ও সালিসী পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে ছোটখাটো অপরাধের বিচার দেশের মূল বিচার প্রক্রিয়ায় আনার জন্য গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ ও সালিসী আদালত অধ্যাদেশ আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী বিচার সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে দায়িত্ব অনুযায়ী গ্রাম আদালত ও সালিসী পরিষদকে কার্যকরী করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করা হয় না। এছাড়াও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে প্রথাগত বিচার ব্যবস্থা হিসাবে সালিসীর প্রচলন রয়েছে।

গ্রাম আদালত ও এর আইনগত ভিত্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট ও ৮ নভেম্বর ঘোষণার মাধ্যমে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করা হয়। ২০ অক্টোবর ১৯৭৬ সালে বিশেষ সরকারি গেজেটে ঘোষণাপত্র নং এস. আর. ও. ৩৫৩-৪৭৬-এর মাধ্যমে ৬১ নং অধ্যাদেশটি প্রকাশিত হয় এবং ১৯৭৬ সালের ১ নভেম্বর হতে কার্যকরী হয়। ১৯৭৬ সনের গ্রাম আদালত অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে বিচার সম্পাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিচার পদ্ধতির শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি ও বিচারকার্য ব্যবস্থা সহজ করার উদ্দেশ্যে গ্রাম আদালত সৃষ্টি করা হয়েছে।

সালিসী আদালত, ১৯৬১ এর সেকশন-২০ এর স্থলে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ (এলএক্সআই, ১৯৭৬) ঘোষিত হয়, যা ছিল মূলত কিছু সংশোধনীসহ সালিসী আদালতের একটি পুনঃবিচারকৃত ভাষ্য। এটি দেশে প্রথমবারের মতো গ্রামাঞ্চলের জন্য একটি আইনসম্মত আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এবং এটিকে তুণমূল পর্যায়ে দক্ষতাসম্পন্ন, অপেক্ষাকৃত আনুষ্ঠানিক ও ক্ষমতাসীল বিচার বিভাগীয় ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অধ্যাদেশ অনুযায়ী গ্রাম আদালত সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফৌজদারি ও দেওয়ানি দু'ধারাতেই বিচার করার কর্তৃত্ব রাখে যাতে বিচারের ক্ষেত্রে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণের মূল্যমান ৫ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। ২০০৬ সালের মে মাসে ১৯ নং আইনের অধীনে ১৯৭৬ সালের গ্রাম আদালত অধ্যাদেশের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যে আইনটি প্রণীত হয়, সেটি কম-বেশি আগের আইনটির মতোই। এখানে প্রধান পরিবর্তনটি এসেছে মামলার মূল্যমানের ক্ষেত্রে, যা ৫ হাজার টাকা থেকে ২৫ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়। ১৯৭৬ এবং ২০০৬ উভয় আইনেই এর গঠন, পরিচালনা, মামলা যাচাই-বাছাই, ডিক্রি জারি এবং কার্যবিবরণীর নথি সংরক্ষণের কাজগুলোকে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১জন চেয়ারম্যান এবং বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের ২জন করে (১জন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ও ১জন গণ্যমান্য ব্যক্তি) মোট ৫জন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়, যা নির্দিষ্ট বিধির দ্বারা দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে।

কেন গ্রাম আদালত

বিচার শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি ও বিচারকার্য ব্যবস্থা সহজ করার উদ্দেশ্যে গ্রাম আদালত সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ ছোটখাটো বিরোধ যাতে বড় আকার ধারণ করার আগেই সহজে নিষ্পত্তি হয়, ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী জজ আদালতে মামলার ভার লাঘব হয় এবং গ্রামের দরিদ্র মানুষ যাতে সহজে ও নামমাত্র খরচে তাদের অধিকার রক্ষা বা প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার জন্য গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ ও তাদের নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গ্রাম আদালত পরিচালিত হওয়ায় বা জনপ্রতিনিধিদের আচরণগত দুর্বলতার কারণে অনেক সময় গ্রাম আদালত এর যথাযথ মর্যাদা ও ভাবমূর্তি রক্ষা করে চলে না। কিন্তু আইনগত দিক থেকে গ্রাম আদালত একটি পূর্ণাঙ্গ আদালত।

গ্রাম আদালত গঠন

১ জন চেয়ারম্যান এবং বিবাদের প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুজন সদস্য নিয়ে মোট ৫ জন সদস্য সমন্বয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত ২ জন সদস্যের একজন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হবেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হবেন। তবে যদি চেয়ারম্যান কোন কারণবশতঃ তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, কিংবা তার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে আপত্তি ওঠে তাহলে পরিষদের অন্য কোন সদস্য আদালতের চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করবেন। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন পক্ষ সদস্য মনোনয়ন দিতে ব্যর্থ হন তবে উক্ত মনোনয়ন ছাড়াই আদালত বৈধভাবে গঠিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। যদি কোন পক্ষ ইউনিয়ন পরিষদের কোন সদস্যকে পক্ষপাতিত্বের কারণে মনোনীত করতে না পারেন তাহলে চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করা যাবে।

গ্রাম আদালতের এখতিয়ার

১. যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বা যেখানে অপরাধের কারণের উদ্ভব হয়েছে সে ইউনিয়নের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে গ্রাম আদালত সীমাবদ্ধ থাকবে।
২. যখন কোন অপরাধ এক ইউনিয়নে সংঘটিত হয়েছে কিন্তু অপরাধকারীগণ অন্য ইউনিয়নের বাসিন্দা তখন যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সে ইউনিয়নে গ্রাম আদালত গঠিত হবে। তবে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয় তাদের স্ব স্ব ইউনিয়ন হতে সদস্য মনোনয়ন দিতে পারবেন।

গ্রাম আদালতের ক্ষমতা

১. গ্রাম আদালত অবমাননা বা সমন অস্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে জরিমানা বা জরিমানা অনাদায়ে জেল প্রদান করতে পারবে না। কিন্তু বিচারযোগ্য ফৌজদারি অপরাধসমূহের বিচারের কেউ যদি দোষী সাব্যস্ত হন তবে আদালত দোষী ব্যক্তিকে কেবলমাত্র অনধিক ২৫০০০ টাকা (পঁচিশ হাজার) ক্ষতিপূরণ দানের আদেশ দিতে পারেন।
২. দেওয়ানি মামলায় গ্রাম আদালত কোন ব্যক্তির উল্লিখিত পরিমাণ (অনধিক ২৫ হাজার) প্রাপ্য টাকা পরিশোধ অথবা সম্পত্তির প্রকৃত মালিককে সম্পত্তি বা তার দখল প্রত্যর্পণ করার আদেশ দিতে পারেন।

গ্রাম আদালতের কার্য পদ্ধতি

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলার ক্ষেত্রে বিবাদে যে কোন পক্ষ বিচার চেয়ে গ্রাম আদালত গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট ৪ টাকা (দেওয়ানি মামলা হলে) অথবা ২ টাকা (ফৌজদারি মামলা হলে) ফি দিয়ে আবেদন করতে পারেন। আবেদনপত্রে যেসব বিবরণ থাকতে হবে-

১. যে ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করা হচ্ছে তার নাম;
২. আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়;
৩. ইউনিয়নে অপরাধ ঘটেছে অথবা মামলার কারণের সৃষ্টি হয়েছে তার নাম;
৪. সংক্ষিপ্ত বিবরণাদিসহ অভিযোগ বা দাবির প্রকৃতি ও পরিমাণ;
৫. প্রার্থিত প্রতিকার;
৬. আবেদনকারী লিখিত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করবেন;

উল্লেখ্য, কোন অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আবেদন করা যাবে না। চেয়ারম্যান অভিযোগ অমূলক মনে করলে আবেদন নাকচ করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে নাকচের কারণ লিখে আবেদনপত্র আবেদনকারীকে ফেরত দিতে হবে।

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত

- গ্রাম আদালতের রায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে, যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, তার অনুপাত রায়ে অবশ্যই উল্লেখ থাকবে। রায়ের পর ৪নং ফরমে একটি ডিক্রি প্রস্তুত করতে হবে;
- গ্রাম আদালতে সিদ্ধান্ত যদি সর্বসম্মত বা চার-এক (৪:১) ভোটে গৃহীত হয় বা চারজন সদস্যের উপস্থিতিতে তিন-এক (৩:১) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়, তাহলে উক্ত সিদ্ধান্ত পক্ষদ্বয়ের উপর বাধ্যতামূলক হবে এবং সেক্ষেত্রে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনরূপ আপিল চলবে না;
- যদি তিন-দুই ভোটে কোন সিদ্ধান্ত হয় তবে সে সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক হবে না। সিদ্ধান্ত ঘোষণার ত্রিশ দিনের মধ্যে যে কোন পক্ষ ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট (কগনিজেন্স আদালত) এবং দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে সহকারী জজ (মুপ্তেফ)-এর আদালতে আপিল করতে পারবেন;
- গ্রাম আদালত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিগ্রি বা ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদানের নির্দেশ দেবেন তবে তা ৬ মাসের অধিক হবে না।

গ্রাম আদালতের আদেশ বলবৎকরণ

চেয়ারম্যান ৫ নং ফরমে ডিক্রি রেজিস্টারে ডিক্রি লিপিবদ্ধ করবেন। গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য ডিক্রি দেবার পর নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ডিক্রি বাবদ অর্থ জমা না দিলে গ্রাম আদালত ডিক্রিট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বকেয়া কর আদায়ের পদ্ধতি অনুসরণ করে ডিক্রির অর্থ আদায় করে ডিক্রিদারকে প্রদান করবেন। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষতিপূরণ ছাড়া অন্য কোন কিছু ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদানের জন্য গ্রাম আদালত ডিক্রি প্রদান করলে, গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান ডিক্রিট এখতিয়ার সম্পন্ন সহকারী জজ (মুপ্তেফ)-এর নিকট কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করবেন। সহকারী জজ উক্ত ডিক্রি কার্যকরীর বিষয়ে এমনভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন যেন তার আদালতই ডিক্রিট প্রদান করেছেন।

গ্রাম আদালতের জরিমানা

আইন সজ্ঞাত কারণ ছাড়া নিম্নলিখিত অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি গ্রাম আদালত অবমাননার দোষে দোষী হতে পারেন-

১. আদালত চলাকালীন আদালতকে বা তার কোন সদস্যকে কাজ চলাকালে অপমান করা;
২. আদালতের কোন কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা;
৩. আদালতের কোন বৈধ প্রশ্নের উত্তর দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন;
৪. আদালতের আদেশ সত্ত্বেও কোন দলিল দাখিল বা অর্পণ করতে ব্যর্থ হওয়া;
৫. সত্য কথা বলার জন্য শপথ নিতে বা আদালতের নির্দেশনানুসারে প্রদত্ত জবানবন্দীতে দণ্ডখত করতে অস্বীকার করা।

উল্লিখিত যে কোন একটি অপরাধের জন্য গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে তার কৃত অপরাধের জন্য ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন। বিচারের স্বার্থে গ্রাম আদালতে যে কোন ব্যক্তিকে হাজির হতে/সাক্ষ্য দিতে/দলিল দাখিল করতে সমন দিতে পারে। আইনসংগত অজুহাত ব্যতিরেকে সমন প্রাপ্ত ব্যক্তি আদালতে হাজির হতে বা রাষ্ট্রীয় গোপনীয় নয় এমন দলিলাদি দাখিল করতে ব্যর্থ হলে তাকে বক্তব্য পেশের সুযোগ দেবার পর সংশ্লিষ্ট আদালত উক্ত ব্যক্তিকে অনধিক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা জরিমানা করতে পারেন।

জরিমানা আদায়

আদালত অবমাননা বা সমন ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করার অপরাধে জরিমানা করা হলে জরিমানার অর্থ যদি পরিশোধ করা না হয় তাহলে গ্রাম আদালত তথ্য উল্লেখ করে একটি আদেশ লিখবেন এবং তা আদায়ের জন্য এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সুপারিশ করবেন। সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট সুপারিশ প্রাপ্তির পর ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান মোতাবেক উক্ত জরিমানা আদায়ের জন্য এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যেন তা তদকর্তৃক ধার্য করা হয়েছে। আদায়কৃত সকল অর্থ ইউপি তহবিলে জমা হবে।

যে সকল অভিযোগের বিচার গ্রাম আদালতে হয় না

ক) ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে

অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি পূর্বে অন্য কোন আদালত কর্তৃক কোন আদালত গ্রাহ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

খ) দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে

- যখন কোন অপ্রাপ্ত বয়স্কের স্বার্থ জড়িত থাকে;
- বিবাদের পক্ষগণের মধ্যে বিদ্যমান কলহের ব্যাপারে কোন সালিশের ব্যবস্থা (সালিশি চুক্তি) করা হয়ে থাকলে;
- মামলায় সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কার্যরত কোন সরকারি কর্মচারি হয়ে থাকলে;

* কোন অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রাম আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাবে না।

যে সব কারণে গ্রাম আদালত কার্যকর হচ্ছে না

- জনসাধারণ গ্রাম আদালতের সেবা সম্পর্কে তেমন অবগত নয় এবং এ বিষয়ে ইউপিও কোন বিশেষ উদ্যোগ চোখে পড়ে না;
- অধিকাংশ ইউপি প্রতিনিধির গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া ও বিধিবিধান সম্পর্কে ধারণা কম;
- জনসাধারণ ও নির্বাচিত ইউপি প্রতিনিধিগণ গ্রাম আদালতের বিচার তেমন কার্যকরী নয় বলে মনে করেন;
- গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া নিয়মিত ও যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না;
- অনেক সময় বিচারের রায়ে পক্ষপাতিত্ব থাকে ও রায় যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে;
- গ্রাম আদালতের বিচারের এখতিয়ার (আর্থিক সীমা সর্বো ৫০০০ টাকা তবে ২০০৬ সালে এটি ২৫০০০ টাকা করা হয়েছে) কম থাকা;
- বিধি মোতাবেক আদালত পরিচালনায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা তুলনামূলকভাবে কম;
- গ্রাম আদালত তদারকির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা তেমন জোরালো নয়।

গ্রাম আদালত কার্যকরী হলে জনগণ যেসব সুবিধা পাবে

- কম সময়ে ও নামমাত্র খরচে ন্যায্য বিচার পাবে;
- এ আদালতে উকিল নিয়োগের সুযোগ নেই বলে বিচার প্রক্রিয়ায় গরিব লোকেরা সহজে প্রবেশ করতে পারে;
- গ্রাম আদালতের বিচার পদ্ধতি আনুষ্ঠানিক হলেও মীমাংসা বন্ধুসূলভ হয়;
- গ্রাম আদালত আইনি পদ্ধতি হলেও বিবাদমান পক্ষসমূহ এটিকে সামাজিক সংগঠন মনে করে এবং গ্রাম আদালতের রায়কে সামাজিক সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচনা করে;
- গ্রাম আদালতের রায়ের পরও বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সামাজিক বন্ধন অটুট থাকে যা ম্যাজিস্ট্রেট বা উচ্চ আদালতে মামলা চলাকালীন বা রায়ের পর বিদ্যমান থাকে না;
- গ্রাম আদালতের বিচারকগণ স্থানীয় হওয়ায় রায় বাস্তবায়ন করা সহজ হয়;
- গ্রাম আদালতের আইনগত ভিত্তি থাকায় এই আদালতের রায় উচ্চ আদালতে গ্রহণযোগ্যতা পায়।

গ্রাম আদালত কার্যকরী করার কৌশল

- গ্রাম আদালতে জনগণের প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউপি চেয়ারম্যান, সচিব ও সদস্যগণের নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা;
- নিয়মিত গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য নির্ধারিত দিন ও বার (সপ্তাহে অন্তত ১ দিন ও নির্দিষ্ট বার) ঠিক করা এবং জনগণকে জানানোর জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালানো;
- বিধি অনুযায়ী গ্রাম আদালত গঠন ও প্রয়োজনীয় ফরম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- প্রকাশ্যে বিচারের রায় ঘোষণার চর্চা নিশ্চিত করা;
- কোনরকম পক্ষপাতিত্ব না করে ন্যায়সঙ্গত ও বিধি মোতাবেক বিচার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনআস্থা বৃদ্ধি করা;
- ইউপি সচিব কর্তৃক সময়মত বাদি-বিবাদিকে নোটিশ প্রদান ও নথি সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
- গ্রাম আদালতের অবকাঠামোগত (কাঠগড়া তৈরি বা লালসালু ব্যবহার) সুবিধা নিশ্চিত করা;
- গ্রাম আদালত সংক্রান্ত সফল রায়ের উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং তা গণমাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা;
- গ্রাম আদালতের সুবিধা সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করা;
- গ্রাম আদালত নিয়মিতকরণে ইউপি চেয়ারম্যান, সচিব ও সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও তাদেরকে উৎসাহিত করা।

ইউনিয়ন পরিষদ সালিশি পরিষদ (Arbitration Council) গঠনের মাধ্যমেও কিছু বিষয়ে মীমাংসা করে থাকে

১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে তালাক, বহুবিবাহ ও খোরপোষ সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিষ্পত্তির ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (চেয়ারম্যান বলতে ইউপি অথবা পৌরসভার চেয়ারম্যান অথবা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র বা প্রশাসক অথবা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি) এবং বিবাদমান পক্ষসমূহের ১জন করে প্রতিনিধিসহ মোট ৩জন প্রতিনিধি সমন্বয়ে সালিশি পরিষদ গঠিত হয়, যা নির্দিষ্ট বিধির দ্বারা উল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে।